সমকাল

তারিখ ... 30 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

৫শ' চেক প্রস্তুত, সই করার কেউ নেই

■ সাব্বির নেওয়াজ

সরকারের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে দু'মাস ধরে অচল হয়ে রয়েছে 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড'। চাকরি থেকে অবসরে যাওয়া দেশের হাজার হাজার বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী এ প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে তাদের অবসর-উত্তর আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকেন। গত ১২ জুন অবসর সুবিধা পরিচালনা বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। নতুন করে বোর্ড গঠন না করায় ৪৭ হাজারের বেশি শিক্ষক-কর্মচারী বিপাকে পড়েছেন।

শিক্ষকদের অবসর সুবিধা বন্ধ

পদাধিকারবলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এ বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ভাইস চেয়ারম্যান। তবে বেসরকারি শিক্ষকদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সরকার নিযুক্ত একজন 'সদস্য সচিব'।

বোর্ড পুনর্গঠিত না হওয়ায় এ প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কোনো সদস্য সচিব নেই। সর্বশেষ সদস্য সচিব অধ্যক্ষ আসাদুল হকের মেয়াদও ১২ জুন শেষ হয়ে গেছে। এর পর থেকে এ পদ শূন্য রয়েছে। ফলে শিক্ষকদের অবসর সুবিধার চেক সই করার কেউ নেই। প্রতিদিন সারাদেশ থেকে আসা শত শত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অবসর সুবিধা বোর্ডের অফিসে এসে ফিরে যাচ্ছেন। বৃদ্ধ বয়সেও অসুস্থ শরীর নিয়ে অনেক শিক্ষক কষ্ট করে সারাদিন বসে থাকছেন রাজধানীর পলাশীর ব্যানবেইস ভবনের নিচতলায় এ প্রতিষ্ঠানে। ক্যান্সার আক্রান্ত মৃত্যুপথযাত্রী শিক্ষক নওগাঁর পত্নীতলার ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

৫শ' চেক প্রস্তুত

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

ঝুলুমবাড়ী দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক আবদুল ওয়াহেদের পরিবারের সদস্যরা অবসরের টাকার জন্য কয়েক দিন ধরে বোর্ডে ধরনা দিচ্ছেন। তারা সমকালের সঙ্গে আলাপকালে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

এ নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, অবসর সুবিধা বোর্ড শিগগিরই পুনর্গঠন করা হবে। শিক্ষকদের ভোগান্তির বিষয়টি তারও নজরে এসেছে।

গত সোমবার বোর্ডের অফিসে গিয়ে দেখা গেছে, অবসর সুবিধার টাকা পেতে অসংখ্য শিক্ষক-কর্মচারীর ভিড়। একাধিক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারী জানান তাদের নিদারুণ ভোগান্তির কথা। সদস্য সচিব না থাকায় ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যেও গা-ছাড়া ভাব। তারা ইচ্ছামতো অফিসে আসছেন অথবা বেরিয়ে যাচ্ছেন; নির্ধারিত ডেস্কে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পাচ্ছেন না শিক্ষকরা।

বোর্ডের উপ-পরিচালক খসরুল আলম সমকালকে বলেন, সদস্য সচিব না থাকায় চরম সংকটে পড়েছেন তারা। গুরুতর অসুস্থ প্রায় ৩০০ শিক্ষক-কর্মচারীর অবসরের ভাতার চেক প্রস্তুত করে রাখলেও সই করার কেউ নেই। অথচ ওই শিক্ষক-কর্মচারীদের বেশিরভাগই হাসপাতালে কাতরাচ্ছেন বলে তাদের জানা আছে। তিনি আরও জানান, সদস্য সচিব না থাকায় কয়েক দিন আগে উদযাপিত ঈদুল ফিতরে বোর্ডে কর্মরত প্রায় ৩০ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতা পরিশোধ করা যায়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সদস্য সচিব পদে কাকে নিয়োগ দেওয়া হবে, তা সিদ্ধান্ত নিতে না পারায় দু'মাস ধরে অবসর সুবিধা বোর্ড পুনর্গঠন করা যাচ্ছে না। ফলে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ। এতে আটকে গেছে ২ হাজার ৫১৭ শিক্ষক-কর্মচারীর অবসর সুবিধার চেক। এ ছাড়া এ মুহূর্তে আবেদন জমা আছে ৪৭ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর। অবসর ভাতা উত্তোলন করতে না পেরে কয়েক হাজার অসুস্থ ও মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক-কর্মচারী মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

জানা যায়, সারাদেশের এমপিওভুক্ত প্রায় পৌনে ৫ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর অবসর-উত্তর ভাতা প্রদানের কাজ করে 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড'। এ বোর্ড পরিচালিত হয় ২১ সদস্যের একটি পরিচালনা বোর্ডের মাধ্যমে। শিক্ষা সচিব, মাউশির ডিজি, সদস্য সচিব ছাড়াও বেসরকারি শিক্ষক সংগঠনগুলোর ১০ জন শিক্ষক প্রতিনিধি ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পাঁচজন কর্মকর্তা এবং তিনজন কর্মচারী নিয়ে এ বোর্ড গঠিত হয়।